মুজিবনগরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন

“দেশীয় জাত,আধুনিক প্রযুক্তি: প্রাণিসম্পদ হবে উন্নতি” এই শ্লোগানে মুজিবনগরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে মানিকনগর বাসস্ট্যান্ড প্রাঙ্গনে দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল। এ সময় তিনি বিভিন্ন প্রাণির প্রদর্শনীর কর্ণার পরিদর্শন করেন।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: হারিছুল আবিদ এর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, সমাজসেবা অফিসার মাহামুদুল হাসান, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুর রকিব, উপজেলা এলজিইডি ইন্জিনিয়ার মোহাম্মদ ইমদাদুল হক, মুজিবনগর উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার জেসমিন সুলতানা, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা সেলিম রেজা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর থানার এস আই কামরুল জিয়া।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর উপজেলা প্রানীসম্পদ অফিসের ভেটেনারি সার্জন সৈয়দ সাকিবুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশীয় জাতের প্রাণির প্রদর্শনীর কর্নার নিয়ে মোট ৩০ টি স্টল অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনা সভার আগে একটি বর্নাঢ্য র্যালীর মধ্যে দিয়ে জাতীয় প্রানী সপ্তাহের শুভ সূচনা করা হয়।

গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে আইমান আলী (৩) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকালে উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

শিশু আইমান উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা গ্রামের মোঃ বশির মীরের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার সকালের দিকে আইমান খেলা করতে বাড়ি থেকে বের হয।পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করে। পরে প্রতিবেশীরা তাকে একটি পুকুরের পানিতে ভাসতে দেখে। এসময় আহত আইমানকে উদ্ধার করে দ্রুত গাংনী হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাসমেরী খাইরুন নাহার বলেন, উপজেলার কসবা গ্রামের তিন বছরের শিশু আইমানকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল।এ সময় আমরা তাকে মৃত অবস্থায় পাই। আইমানকে মৃত্যু অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল।

ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের ৫ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য রেজাউল ইসলাম বলেন, শিশু আইমানকে পুকুরের পানিতে ভাসতে দেখে স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: বানী ইসরাইল জানান, পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যুর খবর শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে গাঁজাসহ আটক- ২

মেহেরপুরের গাংনীতে গাঁজাসহ দুই যুবককে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র্যাব)। গতকাল মঙ্গলবার রাতে পৌর শহরের রাজা ক্লিনিক এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো- গাংনী উপজেলার চিতলা গ্রামের আশাদুল ইসলামের ছেলে নাসিম (১৯) এবং একই গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে রাশেদুল ইসলাম (২৩)।

র্যাব-১২ এর কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট ওয়াহিদুজ্জামান (এস), বি এন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের একটি চৌকস দল পৌর শহরের রাজা ক্লিনিক এলাকায় অবস্থান নেয়।

এসময় সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করা হয়। পরে তাদের কাছ থেকে ১ কেজি গাঁজা,২টি মোবাইল ফোন, ৩টি সিমকার্ড এবং একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

আটক নাসিম ও রাশেদুলের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান র্যাবের ওই কর্মকর্তা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ বানী ইসরাইল জানান, আটক হওয়া দুইজনকে র্যাব গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছে।

মেহেরপুর প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে উদ্বৃত্ত একটি জেলা

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, ছাগল উৎপাদনে বাংলাদেশ চতুর্থ এবং আমরা মাংস আমদানি করি না। মাংস, দুধ, ডিম এসব প্রাণীর যে সম্পদ, এসবই আমাদের অর্জনকে খুবই উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে। আমাদের উদ্যোক্তারা যারা রয়েছেন, এই অর্জনের পেছনে

তাদের ভূমিকাই সবচেয়ে বড়।

মেহেরপুর জেলা যে আয়তনের, সেখানে গরুর সংখ্যা প্রায় পৌনে চার লক্ষ এবং ছাগলের সংখ্যা প্রায় পৌনে সাত লক্ষ। আমরা যদি দুটি প্রধান পশু গরু ও ছাগল দেখি, তবে দেখা যায় মেহেরপুরের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি সংখ্যক গরু এবং প্রায় জনসংখ্যার সমান ছাগল রয়েছে। অর্থাৎ, এই জেলায় প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই গরু বা ছাগল পালন করা হয়ে থাকে।

আজ বুধবার সকালে জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ চত্বরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ২০২৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, এই জেলা প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে উদ্বৃত্ত একটি জেলা। এই যে কৃতিত্ব এটি আমাদের খামারিদের পরিশ্রম, চেষ্টা, সাধনা এবং ধৈর্যেরই বহিঃপ্রকাশ। এই অর্জন তাদেরই। এজন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমরা যে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন করি হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল এসবের প্রয়োজন কারণ প্রাণিজ আমিষ খুবই জরুরি। একটি উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে চাইলে আমাদের মেধাবী ও দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন করে যারা পরিশ্রম করবে, কাজ করবে, মেধাশক্তির মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেবে। আর এইজন্য প্রাণিজ আমিষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি: প্রাণিসম্পদ হবে উন্নতি” প্রতিপাদ্যে এবং “আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি” স্লোগানে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ তোফাজ্জল হোসেন।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও গতিশীল করতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও মানসম্মত জাত সম্প্রসারণই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

এছাড়াও এসময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএন) মোঃ খাইরুল ইসলাম, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার

(ভারপ্রাপ্ত) ডা. নাজমুল হাসান শাওন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনের আগে বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়। র্যালিটি

জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ চত্বর প্রদক্ষিণ করে। পরে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন খামারি ও প্রদর্শনী স্টল ঘুরে দেখেন। প্রদর্শনীতে গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি, কবুতরসহ বিভিন্ন জাতের প্রাণী প্রদর্শন করা হয়।

প্রাণিসম্পদ বিভাগ, মেহেরপুর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে দিনব্যাপী প্রদর্শনীতে গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগিসহ বিভিন্ন উন্নত জাতের দেশীয় প্রাণিসম্পদের প্রদর্শন করা হচ্ছে। পাশাপাশি পশুপালন, রোগ প্রতিরোধ, পুষ্টি ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত স্টলও দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করছে।

প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে আগামী এক সপ্তাহ ধরে আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন করা হবে।

শীতের আমেজে জমজমাট মেহেরপুরের ফুটপাতে পিঠার দোকান

শীতের আমেজ অনুভূত হতেই মেহেরপুর শহরজুড়ে পিঠা বিক্রির ধুম পড়েছে। শহরের বিভিন্ন মোড়, বাজার ও জনসমাগমস্থলে বসেছে পিঠাপুলির অস্থায়ী দোকান। স্বাদে অনন্য এসব পিঠা খেতে প্রতিদিন ভিড় করছেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ।

ঋতুচক্র অনুযায়ী পৌষ-মাঘ শীতকাল হলেও মেহেরপুরে শীতের অনুভূতি চলে আসে কার্তিকের শেষ দিক থেকেই। ঠান্ডা হাওয়া বইতেই শহরের পথে পথে শীতের পিঠার ঘ্রাণ জানান দিচ্ছে মৌসুমের আগমন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মেহেরপুর শহরের গড়পুকুর, কলেজ মোড়, পাবলিক

লাইব্রেরীর সামনে, নতুনপাড়াসহ বিভিন্ন স্থানে বসেছে পিঠার দোকান। দুপুর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিক্রেতারা দোকান সাজিয়ে ফেলেন। সন্ধ্যার পর এসব দোকানে বাড়তে থাকে মানুষের ভিড়। ক্ষুধার্তদের পাশাপাশি শখ করেও অনেককে দেখা যায় পিঠার স্বাদ নিতে।

পাটিসাপটা, ধুপি, চিতই সবচেয়ে বেশি চাহিদা এসবের। চালের গুঁড়া, খেজুরের গুড় ও নারিকেল দিয়ে তৈরি ধুপি গরম গরম চুলা থেকে নামিয়ে ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন দোকানিরা। চিতই পিঠার সঙ্গে পরিবেশন করা হচ্ছে, ঝাল ভর্তা, সরিষা বাটা, শুঁটকি ভর্তা ও বিভিন্ন উপকরণ।

গড়পুকুর এলাকার ধুপি বিক্রেতা সম্রাট ইসলাম বলেন, সারা বছর চপ পেঁয়াজি বিক্রি করি। তবে শীত এলেই পিঠার চাহিদা বেড়ে যায়। চাকরিজীবী, ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে পথচারী সকলেই পিঠা খেতে আসেন। অনেকে আবার বাসায় নিয়েও যান।

তিনি জানান, বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ধুপি বিক্রি করে দিনে ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা লাভ থাকে, যা দিয়ে এখন তার সংসার চলে।

পিঠা বিক্রেতা জামাল উদ্দিন বাবু বলেন, আগেরবার বাইরে আয়োজন করে দারুণ ব্যবসা হয়েছিল। এবার গড়ে আয়োজন করছি বলে তুলনামূলক কম হচ্ছে, তবে পায়েশ, সুজি ডিমের পিঠা, সরু পিঠা আর পাটিসাপটার স্বাদ ও মান আগের মতোই চমৎকার। ধীরে ধীরে মানুষ জানলে এবং স্বাদ পেলে আবার আগের মতোই ভালো ব্যবসা হবে।

ক্রেতা শাহাদাত হোসেন বলেন, একসময় শীতে বাড়ি বাড়ি পিঠা তৈরির ধুম ছিল। ভাপা, চিতই, রসের পিঠা নানা রকম পিঠা বানানো হতো। সময়ের সাথে সেই প্রচলন অনেকটাই কমে গেলেও এখন ফুটপাথের পিঠা আবার মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই সন্ধ্যা নামলেই পিঠার দোকানে ভিড় লেগে থাকে।

ক্রেতা মিলন হোসেন বলেন, ছেলে-মেয়েদের জন্য পিঠা নিয়ে যাচ্ছি। শীতের এসব পিঠা তারা খুব পছন্দ করে। তাই পিঠা নিয়ে যাচ্ছি ওরাও খাবে, আমরাও খাবো।

শীতের আগমনে মেহেরপুরের পথঘাটে পিঠার ঘ্রাণ ও ভিড় যেন শহরবাসীর মৌসুমী আনন্দকে আরও রঙিন করে তুলেছে।

মেহেরপুরে ২৬ লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা রকেটের ডিএসআর

মেহেরপুরে ২৫ লাখ ৯৬ হাজার টাকা উত্তোলন করে লাপাত্তা হয়েছেন মোবাইল ব্যাংকিং সেবা রকেটের ডিএসআর আইয়ুব আলী (২৫)। এ ঘটনায় মেহেরপুর রকেট ডিস্ট্রিবিউটরের হাউজ ম্যানেজার আব্দুল হাবিব বাদি হয়ে মেহেরপুর সদর থানায়িএকটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত আইয়ুব আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে।

তবে অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ করেছেন রকেট ডিস্ট্রিবিউটর আশাদুজ্জামান সেলিম। তবে পুলিশ বলছে, আমরা সাইবার টিমের মাধ্যমে কাজ শুরু করেছি।

অভিযোগ পত্র থেকে জানা গেছে, আইয়ুব আলী প্রতিদিনের ন্যায় গত ২৪ নভেম্বর সোমবার সকালে মেহেরপুরে রকেট ডিস্ট্রিবিউটের স্টেডিয়ামাপাড়াস্থ অফিসে হাজিরা দেন। অফিসের কাজ শেষ করে তিনি ফিল্ডে যান। বিকাল ৫টার পর অফিসে ফিরে হিসেব দেওয়ার কথা থাকলেও তিনি আর অফিসে ফিরে যাননি। অফিসে ফিরে না আসায় তার মোবাইল ফোনে ফোন করলে বন্ধ পাওয়া যায়। পরে তার বাড়িতে যোগাযোগ করলেও পাওয়া যায়নি। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি সে বিভিন্ন রিটেইলার ও এসআরদের নিকট থেকে সারাদিনে ২৫ লাখ ৯৬ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছেন।

অভিযোগকারী আরও জানান, ওই টাকা আত্মসাতের লক্ষ্যেই ডিএসআর আইয়ুব আলী নিজেকে আত্মগোপন করেছেন।

রকেটে ডিস্ট্রিবিউটর মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক আশাদুজ্জামান সেলিম বলেন, এ ঘটনায় আমরা থানায় একটি এজাহার দায়ের করেছি। তবে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেছবাহ উদ্দিন বলেন, আমরা অভিযোগ পাওয়ার পর সাইবার টিমের সাথে যোগাযোগ করেছি। আশা করছি আগামীকাল (মঙ্গলবার) এ বিষয়ে স্পস্ট ধারণা নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে মিছিল ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরে পৌর যুবদলের উদ্যোগে ধানের শীষের পক্ষে মিছিল ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের পাবলিক লাইব্রেরি মোড় থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাঁথুলী রোডে গিয়ে শেষ হয়।

কর্মসূচিতে যুবদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করতে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। মিছিল শেষে সাধারণ মানুষের হাতে লিফলেট বিতরণ করে বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক ও দলীয় অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

পৌর যুবদলের আহ্বায়ক সমিউল ইসলাম লিজন ও সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনির নেতৃত্বে মিছিলে জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল রানা, শিমুল বিশ্বাস, সুরুজ বাবু, জেলা যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ইমতিয়াজ হাসান সুমন, সদস্য মফিজুল, লালন, জুয়েল রানা, সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক তামীম এবং জেলা জাতীয়তাবাদী সাইবার দলের সভাপতি মিলন আলীসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে তেল ফসলের আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল বিষয়ে কৃষক

প্রশিক্ষণ

মেহেরপুর সদর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের উদ্যোগে তেল ফসলের আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট মেহেরপুর কার্যালয়ে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণের প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (আইন) আবু হেনা মোঃ মুস্তাফা কামাল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সনজীব মৃধা।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন মেহেরপুর সদরে বারি’র কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মতিয়ার রহমান।

প্রশিক্ষণে তেল ফসলের আধুনিক চাষাবাদ, ফলন বৃদ্ধির প্রযুক্তি, কীটব্যবস্থাপনা এবং কৃষকদের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কৃষকদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং তারা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানটি অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করেছে মেহেরপুর সদরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।

মেহেরপুরের মনোহরপুরে সবজি বোঝাই ট্রাক উল্টে চালক আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামসংলগ্ন রাস্তায় সবজি বোঝাই ট্রাক উল্টে ট্রাক চালক জাহিদুল ইসলাম (২১) আহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত চালক মাগুরার মির্জাপুর এলাকার মো. হোসেন আলীর ছেলে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক উল্টে মাঠে পড়ে গেলে চালক গুরুতর আহত হন। আহত ট্রাক চালককে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দ্রুত গতিতে ট্রাকটি আসছিল, ট্রাকের পশ্চিমে গাছের সাথে ধাক্কা মেরে কিছুটা এগিয়ে ডানে মোড় নেয়। এরপর প্রায় দশ হাত এগিয়ে বাম দিকের চাকা উল্টে রাস্তার ডানদিকে পড়ে যায়।

ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. শামীম রেজা বলেন, আমরা কিছুক্ষণ আগে সংবাদ পাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা ট্রাক গাছের সাথে ধাক্কা লেগে মাঠের মধ্যে পড়ে আছে। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে খুব দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাই এবং দক্ষতার সাথে একজন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ট্রান্সফার করি।

গাংনী ও বারাদি বাজারে আরডিআরএস এর নতুন শাখার উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনী ও বারাদি বাজারে আরডিআরএস এর দুইটি নতুন শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে ও দুপুরে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় দেশের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আরডিআরএস বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ২৯৯তম ও ৩০০তম শাখার যাত্রা শুরু করে।

নতুন শাখা উদ্বোধনের মাধ্যমে এলাকার দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে উন্নয়নমূলক সেবা আরও সহজলভ্য হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংস্থাটির কর্মকর্তারা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক খোরশেদ আলম সরকারের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক রেজাউল করিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল, সোনালী ব্যাংক গাংনী শাখার ব্যবস্থাপক বজলুর রহমান এবং আরডিআরএস-এর এরিয়া ম্যানেজার ফিরোজ আল মামুন। এছাড়া বক্তব্য দেন গাংনী শাখার ব্যবস্থাপক সাইফুল ইসলাম ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মকর্তা তানিয়া খাতুন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শাখার অন্যান্য কর্মকর্তা, স্থানীয় পেশাজীবী ও কমিউনিটির প্রতিনিধিরা।

আরডিআরএস বাংলাদেশ দেশের প্রথম প্রজন্মের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। এটি ৫৩ বছরেরও অধিক সময় ধরে দেশের উত্তরাঞ্চলের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৬ জন গ্রহীতার মাঝে ৫০ হাজার টাকা থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথি রেজাউল করিম তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমরা গাংনীতে একটি নতুন শাখা উদ্বোধন করেছি। আপনাদের সর্বোচ্চ সেবা দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। ক্ষুদ্রঋণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকলেও আরডিআরএস সম্পূর্ণ ভিন্ন ও সুবিধাজনক। আমরা রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে সব লেনদেন পরিচালনা করি, তাই আপনাদের বিশ্বাস ও মর্যাদার সাথে লেনদেন করতে পারবে।

ঋণ গ্রহণকারীরা জানান, তাঁরা এ টাকা বিভিন্ন কর্মসংস্থান, গরু- ছাগল পালন ও ভ্যান ক্রয়ের কাজে ব্যবহার করবেন।